সত্যিটা হল

বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় :

বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় আজকের বাংলা সাহিত্যে একটি স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত নাম। ইতিমধ্যেই তাঁর চোদ্দটি কাব্যগ্রন্থ এবং পনেরোটি উপন্যাস প্রকাশিত। বিনায়কের বিখ্যাত উপন্যাসগুলির কয়েকটি, " সোহাগিনীর সঙ্গে এক বছর, সিকন্দর,, ভৌ" ইত্যাদি। বিনায়কের কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, " ছেড়েছি সব আসম্ভবের আশা, তুমিই প্রাণ তুমিই পর" ইতাদি। বিনায়ক পেয়েছেন, " কৃত্তিবাস" " বাংলা আকাদেমি" "ভাষানগর " ইত্যাদি।

হট সিট

অভিলাষ বসু, আপনি আর দশ সেকেন্ড মাত্র সময় পাবেন । তারপরই এই লাল আলোটা জ্বলে উঠবে আর আপনাকে নেমে যেতে হবে হট সিট থেকে । মনে রাখবেন, এখনও পর্যন্ত জেতা আপনার দু'লক্ষ টাকা আপনার সঙ্গেই থাকবে তখন । কিন্তু যদি আপনি দশ সেকেন্ড সময় পেরিয়ে যাওয়ার আগেই উত্তর দেন এবং সেই উত্তর ভুল হয়, মানে আমাদের পলিগ্রাফ টেস্টে প্রমাণিত হয় যে আপনি মিথ্যে বলছিলেন, তা হলে মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে আপনাকে ফিরে যেতে হবে বাড়ি । আপনার স্ত্রী কাকলিদেবী, যিনি আপনার সঙ্গে এসেছেন আজকে, যে-কোনও মুহূর্তে আপনাকে খেলতে বারণ করতে পারেন কিন্তু এখনও পর্যন্ত তিনি সেরকম কোনও অনুরোধ করেননি । অভিলাষ, আপনি আর মাত্র পাঁচ সেকেন্ড সময় পাচ্ছেন ।

তার ভিতরে আপনি চাইলে উত্তর দিতে পারেন, চাইলে নেমে যেতে পারেন । কিন্তু যেটাই করুন, সম্পূর্ণ সততার সঙ্গে করতে হবে । কারণ, আমাদের এই অনুষ্ঠান মিথ্যের ভিতর থেকে সত্যিকে টেনে বের করে আনে, মুখোশ ছিঁড়ে দুনিয়াকে দেখিয়ে দেয় আপনার সেই মুখ, যা আপনি আয়নাকে দেখাতেও ভয় পেতেন এতদিন । আর মাত্র তিন সেকেন্ড, দু'সেকেন্ড, এক সেকেন্ড ... উত্তর দেবেন, আপনি উত্তর দেবেন তার মানে! আপনার সাহসের প্রশংসা করি আমরা, অভিলাষ । আপনি সেই বিপজ্জনক প্রশ্নের জবাব দেবেন বলে ঠিক করেছেন যার সামনে থেকে অনেকেই হয়তো পালিয়ে যেত । আর শাবাশ বলতেই হবে আপনার স্ত্রী কাকলিদেবীকেও কারণ তিনি বাজার টিপে আপনাকে বারণ করেননি । তো, দর্শকবন্ধুরা আমাদের অনুষ্ঠান এখন এক চরম উত্তেজনাকর মুহূর্তে এসে পৌঁছেছে যেখানে অভিলাষ বসু আর একটি মাত্র প্রশ্নের সত্যি উত্তর দিলেই জিতে নেবেন দশলাখ টাকা । আর সেই প্রশ্নটাই আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন এখন – অভিলাষ, আপনি কখনও আপনার স্ত্রীর গালে সিগারেটের ছেঁকা দিয়েছেন? এমন একটা সময় সেই ছেঁকা দিয়েছেন, যখন উনি প্রেগন্যান্ট?

উত্তর দিন প্রশ্নটার । হ্যাঁ কিংবা না । মনে রাখবেন, দশলাখ টাকা আর আপনার মধ্যে এখন দূরত্ব কেবলমাত্র একটা সত্যি জবাবের । কাম অন, অভিলাষ ।

ফ্ল্যাশব্যাক ১

আমার বরকে যা বলছিস বল । আমায় বাহবা দেওয়ার কী দরকার? এই প্রশ্নের সত্যি উত্তরটা বাইরে এলে বিরাট মানহানি হয়তো হবে । কিন্তু কে আর এখন সম্মান ধুয়ে জল খাচ্ছে? সবাই যে যার মতো গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে; যে পারছে এগিয়ে যাচ্ছে, যে পারছে না, ফুটপাথে পড়ে থাকছে । মুশকিল হল, ওই ফুটপাথে থাকা মানুষও পাশে আর একটা মানুষকে চায় যার সঙ্গে তার স্বার্থের সম্পর্ক নয়, ভালবাসার সম্পর্ক । আমি আমি তো ভালবাসি, অভিলাষকে । লোডশেডিংয়ের রাতে আমাদের ছোট্ট ফ্ল্যাটের ঘুপচি রান্নাঘরে ডিমের ডালনা রান্না করার সময় ও যখন আমায় জড়িয়ে ধরে পিছন থেকে তখন কই গুমোট লাগে না একটুও । ওই ঘামের গন্ধ পৃথিবীর সেরা ডিওডোর‍্যান্টকে হার মানিয়ে দেয় পলকে। কীভাবে হয় এতসব? ভালবাসা আছে বলেই তো । আর সেই ভালবাসায় আমার ভিতরটা ভর্তি ছিল বলেই সেদিন যখন ওই 'সত্যি' খুঁটে তোলার টিম আমার ঘরে এসেছিল রিসার্চ করতে, আমি লুকোইনি কিছু । ওরা ক্রমাগত বলে যাচ্ছিল, চমকদার কিছু, সেনসেশনাল কিছু বলতে, তা নইলে দর্শককে ধরে রাখা যাবে না । আর দর্শককে ধরে রাখা না গেলে টিআরপি উঠবে না, টিআরপি না উঠলে স্পনসর আসবে না, স্পনসর না এলে প্রোগ্রাম থেকে আমাদের টাকা দেবে কেমন করে?

ওদের কথা বুঝতে পারছিলাম সবই কিন্তু আমাদের জীবনে সেনসেশনাল কিছু সেভাবে ঘটে কই যে বলব? বড় বড় লোকেরা যে ঘটনাগুলো ঘটান আমরা তার ফল ভোগ করি মাত্র । আর ফলটার সঙ্গে জড়িয়ে যেতে যেতে কখন যেন কাজটাকেও আমাদের নিজেদের বলে মনে হয় । তাই হয়তো অভিলাষের ওই সুর বাঁধা, গান গাওয়ার মধ্যে দিয়ে আমি পৌঁছে গিয়েছিলাম সংগীতের বিরাট দুনিয়ায় । সেখানে তবলা, মৃদঙ্গ, হারমোনিয়াম, সেতার, সরোদ, সিন্থেসাইজার – কী নেই! কিন্তু সবচেয়ে বেশি আছে, পলিটিক্স । অভিলাষের সঙ্গে সংসার করতে করতে, আমার অন্তত তাই ধারণা । যে-গান ও ভালবেসে আঁকড়ে ধরেছিল সেই গানের জগৎ থেকেই ওকে এত কষ্ট পেতে দেখে আমার মনে হত ওকে ছেড়ে দিতে বলি গান । কিন্তু জল ছাড়া মাছ যেমন বাঁচে না, শিল্প ছাড়া বাঁচে না শিল্পী । আর একবার নিজেকে 'শিল্পী' ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া মানুষ কিছুতেই আর আমজনতার সঙ্গে মেলাতে পারে না নিজেকে ।

এসব কথাই বলছিলাম ওদের । হঠাৎ করে ওই ফরসা, রোগা, শার্প চেহারার মেয়েটা, তৃণা নাম, জিজ্ঞেস করে বসল, কাকলিদি আপনার বাঁ গালে ওই দাগটা কীসের?

আমি অন্যমনস্ক ভাবে বললাম, সিগারেটের ছ্যাঁকা লেগেছিল গো!

– সিগারেটের ছ্যাঁকা? কীভাবে লাগল?

– আরে, অভিলাষ তখন সিগারেট খেত, টুকটাক, এখন গলার ক্ষতি হবে বলে বলে আমি ছড়িয়েছি – কিন্তু সেসময়

– সে সময় মানে কত দিন আগে? তৃণা আমায় থামিয়ে দিয়ে জানতে চাইল ।

– অনেক দিন আগে । আমার মেয়ে জন্মায়নি তখনও, ইনফ্যাক্ট আমি জাস্ট কনসিভ করেছি । তখনই একদিন অ্যাক্সিডেন্টালি ...

– আপনি মিথ্যে বলেছেন কাকলিদি; অ্যাক্সিডেন্টালি ব্যাপারটা ঘটেনি । অভিলাষদা ডেলিবারেটলি সিগারেট দিয়ে ছ্যাঁকা দিয়েছিলেন আপনাকে । তাও আবার আপনি যখন প্রেগন্যান্ট ।

– না, না, এরকম কিছুই ঘটেনি। তুমি ভুল করছ ।

– ভুল আপনি করেছেন । এবং এখনও করছেন এরকম একটা লোকের সঙ্গে থেকে । কীভাবে পারেন, একটা নৃশংস লোককে নিজের হাজব্যান্ড বলে পরিচয় দিতে যে প্রেগন্যান্ট স্ত্রীকে পর্যন্ত রেয়াত করে না?

– তোমাদের কী এভাবে কথা বলার ট্রেনিং দেয় নাকি? আমি হেসে ফেললাম এবার।

আমায় হাসতে দেখে তৃণা একটু বিব্রত হলেও সামলে নিল, তা হলে কি আপনি বলতে চাইছেন, আপনাকে আদর করতে গিয়ে আপনার গালে সিগারেটের ছ্যাঁকা দিয়েছেন আপনার হাজব্যান্ড?

– ঠিক তা নয় । এমনিই লেগে গিয়েছিল ।

– আপনি এড়িয়ে যাচ্ছেন কাকলিদি । একটা মেয়ের গাল এমনভাবে পুড়ে গেল যে ছ'-সাত বছর পরেও তার চিহ্ন রইল, আর আপনি বলছেন, এমনিই । আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করব আপনাকে, ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, অভিলাষদা কি রেপ করতে গিয়েছিলেন আপনাকে, সেই রাতে? আপনি বাধা দিয়েছিলেন আর উনি সেটা মানতে পারেননি বলেই...

আমি উত্তর না দিয়ে চুপ করে তাকিয়ে রইলাম, তৃণা বলে মেয়েটার দিকে । অন্তত বছর দশেকের ছোট হবে আমার থেকে। একটা জেনারেশনেরই ফারাক বলা যায় কিন্তু কথা বলছে দ্যাখো! মনে হচ্ছে আমি ওর সমবয়সী একদম । আর যে-কথাগুলো বলছে, সবই সাংঘাতিক, কিন্তু এমনভাবে বলছে যেন আপনি কফি খাবেন না চা, জানতে চাইছে । এই, 'কেয়ার করি না' অ্যাটিচ্যুডটার নামই কি কনফিডেন্স? নাকি এটা একটা মুখোশ যেটা ওরা কাজের সুবিধের জন্য পরে?

আমায় চুপ করে যেতে দেখে তৃণা স্ট্র্যাটেজি পালটাল । আপনি থেকে 'তুমি'তে নেমে এল । আর আমার হাতটা চেপে ধরে বলল, অ্যাই কাকলিদি তুমি কিন্তু কিছু মনে করতে পারবে না ।

– মনে করিনি তো; অবাক হয়েছি। আমি আলগা একটা হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে বললাম ওকে।

– উঁহু, আমি জানি, তুমি মনে করেছ । কিন্তু ভেবে দ্যাখো, আমি যদি খোড়-বড়ি-খাড়া টাইপ একটা রিপোর্ট জমা দিই তা হলে তোমরা শর্টলিস্টেড হওয়ার পরও ক্যানসেল হয়ে যাবে । চ্যানেল সবসময় চাইবে, ব্লাস্ট হয় এমন কিছু

। সেখানে কত লোক কোথায় কবে খুন করে এসেছে সেটা পর্যন্ত বলে দিচ্ছে আর তুমি যদি সামান্য একটা ব্যাপারে এত সেন্টিমেন্টাল হয়ে যাও ...

– আমি সেন্টিমেন্টাল হইনি তৃণা । তুমি চাইলে এটাকে ইউজ করতে পারো ।

– থ্যাঙ্ক ইউ কাকলিদি । আমি জানতাম তুমি আলটিমেটলি ব্যাপারটাকে স্পোর্টিংলি নেবে । আচ্ছা, টাকাটা তো শেষ অবধি তোমরাই পাবে তাই না? এবার লক্ষ্মী মেয়ের মতো ডিটেলটা ঝটপট বলে দাও তো । আমাকে আবার আর একটা বাড়িতে ছুটতে হবে, এখনই ।

– ডিটেলটা আমি বলব না, তৃণা ।

– মানে?

– মানে, সত্যিই আমাদের টাকার খুব দরকার এবং আমরা এই খেলাটাতেও অংশ নিচ্ছি ।

– আরে সেই কারণেই তো...

– দাঁড়াও, শেষ করতে দাও আমাকে । আমি তোমাকে যতটা বলেছি ততটা ব্যবহার করতেই পারো । আমার গালে সিগারেটের ছ্যাঁকা লেগেছিল এবং সেটা অভিলাষের সিগারেট থেকেই ।

– কিন্তু এটা তো শুধু স্টেটমেন্ট, তৃণা বিস্ময়ের গলায় বলল ।

– তুমি তার বেশি যেটা চাইছ, সেটা আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয় । কারণ, এমন কোনও কোনও ঘটনা থাকে যা এক্সপ্লেইন করে বোঝানো যায় না । কাউকেই না ।

– ওহ, আই সি । কিন্তু এই ডেটা ব্যবহার করে শো'তে যদি প্রশ্ন করা হয়?

– তখন, অভিলাষ বুঝবে, কী উত্তর দেবে । আমি আবারও হাসলাম ।

সেদিন ওই উত্তরের পর তৃণা আর কথা বাড়ায়নি কিন্তু আজ এখানে বসে বুঝতে পারছি এই শো টেলিকাস্ট হওয়ার পর যে হাজারও প্রশ্ন উঠবে, তার উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের থাকবে না । মাঝারি খ্যাতির গায়ক এবং সুরকার অভিলাষ ঝট করে একদম প্রচারের সাইক্লোনের মুখে এসে পড়বে এবং তার সঙ্গে আমিও । কিন্তু সেটা তো নেগেটিভ পাবলিসিটি । স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করা একটা লোক, কে শুনবে তার গান? কে আবার সুযোগ দেবে তাকে? তার চেয়ে যতটা টাকা জিতেছে তাই নিয়ে মানে মানে সরে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ, কিন্তু তিন্নিকে বাঁচাতে আমাদের দশ-বারো লাখ লাগবেই। আর তার জন্য যদি এই স্যাক্রিফাইস করতেও হয় তো...

কিন্তু আমি সে কারণে বাজার টিপিনি, তা নয় । এই অবস্থাতেও আমি অভিলাষকে বারণ করতাম ওই প্রশ্নের উত্তর দিতে । কিন্তু প্রশ্নটা স্ক্রিনে ভেসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ও যখন আমার দিকে তাকাল, আমাদের দু'জনের মনেই একসঙ্গে আছড়ে পড়ল অতীতের একটা মুহূর্ত...

ফ্ল্যাশব্যাক ২

যার মেয়ের হার্টের ভালভে ফুটো বেরিয়েছে, অবস্থা এত সঙ্গিন যে, তাড়াতাড়ি কিছু করতে না পারলে 'বাবা' পরিচয়টাই খুব শিগগির মুছে যাবে, সে তো মরিয়া হবেই । কিন্তু তার সুযোগ নিয়ে তাকে জনসমক্ষে উলঙ্গ করার চেষ্টার নাম কি খেলা? এটা তো একরকম ব্ল্যাকমেল । প্রশ্নটা স্ক্রিনে ভেসে উঠতে এই কথাটাই মনে হয়েছিল আমার । ওদের রিসার্চ টিম ব্যাপারটা জানল কী করে সেটা ভেবে কাকলির উপর রাগও হল । কই ওদের যে এতসব কিছু বলেছে সে সম্পর্কে আমাকে তো জানায়নি কিছু । সতর্ক করেনি একবারও । কিন্তু কাকলির চোখে চোখ পড়তেই আমি আমার রাগ, লজ্জা, সংশয় সবকিছু বিস্মৃত হলাম । একটা অচেনা রকেট আমায় হুউশ করে পৌঁছে দিল সেই রাতে, যার কমা, সেমিকোলন পর্যন্ত আমার আত্মায় গেঁথে আছে ।

টাইটানিক যেভাবে জলের তলায় চলে যায়, আত্মায় লেগে থাকা ঘটনাও সেভাবে কোণা-খামচিতে লুকিয়ে পড়ে । সময় এক আশ্চর্য মলম যা সবকিছু ভ্যানিশ করে দেয়, আবার ভ্যানিশ হওয়া ঘটনাও দুম করে ফিরে আসে, দপ করে জ্বালিয়ে দেয় আলো । ভুল বললাম, অন্ধকার। সেদিনের মতো ঘন অন্ধকার অল্প কয়েকবারই এসেছে আমার জীবনে । যে-সিনেমাটায় কাজ করব বলে দু'মাস পাগলের মতো খেটেছি সেই সিনেমাটায় যখন আমাকে দরকার নেই বলে জানিয়ে দেওয়া হল, এক গলা মদ খেয়ে রাস্তার পাথরে লাথি মারতে মারতে বাড়ি ফিরেছিলাম । কিন্তু তার

সাতদিনের মাথায় যখন আমার করা সুর এফ এমে বাজতে লাগল আর একটা বড় নাম বলা হতে থাকল, আমার মনে হল চিৎকার করে গোটা দুনিয়াকে জানাই, সুরকার ওই লোকটা নয়, আমি ।

কিন্তু চিৎকার করব কী করে? আমার গলা দিয়ে কোনও স্বর বেরচ্ছে না তখন, আমার হাত ল্যাতপ্যাত করছে হাওয়ায়, আমার পা পাথরে লাথি মারবে না ছাই, পাথর-ধুলো-বালি সব যেন আমায় লাথি মারছে, আমি এমন একটা খাদের কিনারে গিয়ে দাঁড়িয়েছি যেখান থেকে পিছন ফিরে তাকানো যায় শুধু, সামনে এগনো যায় না।

কী দেখব পিছনে তাকিয়ে? ভাল করে খাইনি, স্নান করিনি, কাকলির সঙ্গে কথা বলিনি পর্যন্ত যার জন্য সেই সব গানগুলো অন্যের পরিচয়ে আমার সামনে বাজলে আমার অতীত বলে কী থাকে? ছাই । আর ভবিষ্যত? আরও বড় ছাই । কিন্তু এত ছাই আমি গায়ে মাখি কী করে? পারব না, কিছুতেই পারব না । ভাবতে ভাবতে ছুটে গেলাম পরিচালকের কাছে । পরিচালক মিষ্টি কথা বলে প্রসঙ্গটাই এড়িয়ে গেল । দৌড়ে গেলাম প্রডিউসারের অফিসে । প্রডিউসার দেখাই করল না । আমার এক বন্ধুর সূত্রে একটা টিভি চ্যানেলে ব্যাপারটা জানালাম । তার পালটা জিজ্ঞেস করল, গানগুলো যে আমিই তৈরি করেছি, কী প্রমান আছে তার?

– প্রমান কী দেব বলো তো কাকলি? আমার মাংস-হাড় কেটে কেটে দেখাব যে গানগুলো আমার মজ্জায় মিশে ছিল? আমি ঘরের দেয়ালে মাথা ঠুকতে ঠুকতে জিজ্ঞেস করলাম ।

কাকলি ওর সবটুকু শক্তি দিয়ে আমায় টেনে সরিয়ে আনল । বিছানায় বসিয়ে দিয়ে আমার মাথাটা আঁকড়ে ধরল ওর বুকে ।

– কীভাবে প্রমাণ দেব কাকলি? আমি কেমন একটা ঘোরের ভিতর থেকে জিজ্ঞাসা করলাম আবার ।

– তোমাকে আমার কাছে কোনও প্রমাণ দিতে হবে না ।

– কিন্তু দুনিয়ার কাছে? আমার নিজের কাছে? তুমি কনসিভ করেছ যে-দিন প্রথম জানলাম, সেদিন রাতে যে-সুরটা চলকে উঠেছিল মাথায়, তারপর তিনদিন ধরে যে-সুরটাকে নিয়ে ডুবলাম, ভাসলাম, আমার বাচ্চা জানবে সেই সুরটা অন্য কারওর?

– না, জানবে না । আমি তাকে সত্যিটা জানিয়ে দেব ।

– কিন্তু সে তোমার সত্যি মানবে কেন? সে তো পৃথিবীর কাছ থেকে মিথ্যেটাকেই সত্যি বলে মানতে শিখবে ।

কাকলি রেগে গেল, ইয়ার্কি নাকি? ক্ষমতা থাকলেই, টাকা থাকলেই আসলটাকে নকল বলে চালিয়ে দেওয়া যাবে? আমি কোর্টে যাব, পুলিশে ডায়েরি করব, রাস্তায় মাইক নিয়ে চিৎকার করে বলব, হ্যালো, এই গানটা আমার বরের তৈরি...

দুঃখে হেসে ফেললাম আমি । একটা সিগারেট ধরিয়ে কাকলির দিকে তাকালাম । তুমি এখনও ছেলেমানুষ আছ ।

– অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে যদি ছেলেমানুষ হতে হয়, তাহলে আমি ছেলেমানুষই থাকব । কিন্তু তুমি দ্যাখো, এই ছেলেমানুষ, সরি, মেয়েমানুষ কী করতে পারে ।

– পাগলামি কোরো না । আমি হতাশার শেষবিন্দুতে দাঁড়িয়ে বলে উঠলাম ।

– পাগলামি তুমি করছিলে! মাথার চুল ছিঁড়ছিলে, কান্নায় ভেঙে পড়ছিলে...

– তুমি কী করছ?

– করছি না করব । মিডিয়া কি তোমার প্রডিউসারের কেনা নাকি? একটা চ্যানেল তোমার নিউজটা করেনি, সো হোয়াট, আর একটা চ্যানেল করবে ।

– কীভাবে প্রুফ করবে যে, গানটা আমারই বানানো?

– সেটা নিয়ে তোমার এখন না ভাবলেও চলবে । বলেই কাকলি ওর কলেজের এক বন্ধুকে ফোন করল ।

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় গেলাম, উদ্দেশ্যহীন পায়চারি সেরে আবারও ফিরে এলাম ঘরে । আবারও একটা সিগারেট ধরিয়ে দেখলাম কাকলি ফোনে উত্তেজিতভাবে কথা বলে যাচ্ছে ।

কথাগুলো আমার কানে ঢুকছিল না একটাও । কিন্তু যখন কাকলি আমার কাছে এসে মুখটা নামিয়ে আনল আমার মুখের কাছে, একটা অদ্ভুত গ্লো দেখলাম ওর মুখে । সেটা কি ও প্রেগন্যান্ট বলে?

আমি অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়েছি ধোঁয়া ছাড়ব বলে, কাকলি আমার মুখটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, অতসীর সঙ্গে কথা হয়ে গেল ।

– তোমার সেই কলেজের বন্ধু?

–হ্যাঁ, পাবলিক রিলেশনসে আছে ।ওর অনেক চেনাজানা মিডিয়ায় । জানো ও একজনের কথা বলল, সেই লোকটা শিওর শট হাইলাইট করে দিতে পারবে এই ব্যাপারটা ।

– পাওয়ারফুল খুব?

– ভীষণ । কিন্তু একটাই সমস্যা, লোকটার খুব আলুর দোষ । কিন্তু সেটা কোনও প্রবলেম না । আমি অতসীকে বলেছি, এই খবরটা করে দেওয়ার বিনিময়ে লোকটা যদি আমার সঙ্গে শুতেও চায়, আমার আপত্তি নেই ।

– কী বলেছ ?

– বলেছি, এই অবিচারটার প্রতিকার করার জন্য আমি শুতেও পারি লোকটার সঙ্গে । সত্যি বলছি, আমার কোনও অসুবিধে হবে না । কাকলি সহজ গলায় বলল, আমায়।

তারপর সময়ের স্পিড বেড়ে গিয়েছিল নির্ঘাত । নইলে, এক সেকেন্ডের মধ্যে সুর-তাল-সিগারেট-প্রেগন্যান্ট সবকিছু ভুলে আমি ওরকম রাক্ষুসে চড়টা মারতে পারতাম না কাকলিকে । কাকলি উলটে পড়ে যেতে যেতে আমাকে ধরেই সামলে নিল আর ওর গালে পাঁচ আঙুলের দাগের পাশাপাশি জ্বলজলে সিগারেটের ক্ষত আমার সেন্স ফিরিয়ে আনল । আমি গলায় আটকে থাকা কান্নাটাকে, গলার বাইরে আনতে না পারার অসহায়তায় বলে উঠলাম, আমার ভুল হয়ে গেছে কাকলি, আমি সহ্য করতে পারিনি বিশ্বাস করো।

কাকলি ডুকরে কেঁদে উঠল, সহ্য আমি করতে পারি না, তোমার ওপর অন্যায়, অত্যাচার হবে, তুমি গুমরে গুমরে কাঁদবে আর আমি চুপ করে থাকব? তুমি ভাবলে কী করে? কিচ্ছু এসে যায় না, আমায় কেউ – কলগার্ল ভাবলেও আমি পরোয়া করি না কিন্তু তোমার কষ্টে আমার যে পাঁজরগুলো ভেঙে যায়, দমবন্ধ হয়ে যায় আমার, আমি কী করব বলো তো?

আমি কাকলির গালের যেখানে আমার সিগারেটের ছ্যাঁকা লেগেছিল সেখানে চুমু খেতে শুরু করলাম । চুমু খেতেই থাকলাম । মনে হল, পৃথিবীর সব বার্নল যেন আমার থুতু আর আমাদের ভালবাসা দিয়ে তৈরি ।

হটসিট আবার

– হ্যাঁ, উত্তরটা আমি দেব । তবে দেওয়ার আগে দর্শকদের জানাতে চাইব, আমি আমার কমপালসন থেকে উত্তরটা দিচ্ছি ভাববেন না, প্লিজ । উত্তরটা শোনার পর আপনারা আমায় ঘেন্না করতে পারেন, আর কখনও আমার গান শুনতে না পারেন । নো প্রবলেম । কিন্তু উত্তরটার সঙ্গে এই কথাটুকু আপনাদের শুনতেই হবে, যে-দিন আমি আর কাকলি পরস্পরকে সবচেয়ে বেশি ভালবেসেছিলাম, যে-দিন পৃথিবীর দাম্পত্যের ইতিহাসে একজন স্ত্রী তার স্বামীকে এবং স্বামী তার স্ত্রীকে সবচেয়ে বেশি ভালবেসেছিল, সেদিন আমি হাতে সিগারেট নিয়ে ঠাটিয়ে চড় মেরেছিলাম আমার বউকে । আমার কথা বিশ্বাস না হলে ক্যামেরাটা ঘুরিয়ে কাকলিকে প্রশ্নটা করুন । আর দেখুন, উত্তর দেওয়ার সময় ওর মুখটা কীরকম গ্লো করে । সেই রাতে যেমন করছিল ।